দৈনিক
ইনকিলাব

17 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা দিবসের ৪৭তম বার্ষিকী : অর্জনের সম্ভাবনা

নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের প্রতীক ১৭ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস। শিক্ষার জন্য সংগ্রাম ত্যাগ বিজয় গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতীক এই শিক্ষা দিবসের এবার ৪৭তম বার্ষিকী। আজ থেকে ৪৭ বছর পূর্বে ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানে শাসক গোষ্ঠীর প্রতিভূ সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের চাপিয়ে দেয়া গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল তথাকথিত জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠা এবং একটি গণমুখী বিজ্ঞানমনস্ক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সহজলভ্য আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্র সমাজ অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হওয়া সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে আইয়ুবের শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে আগস্ট মাস থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ১৭ সেপ্টেম্বরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র সমাজের আন্দোলনের প্রতি সাধারণ জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ ও জনগণের মধ্যেও বিক্ষোভ এবং আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে।

১৯৫৯ সালে প্রেসিডেন্ট ও সামরিক শাসক আইয়ুব খান তৎকালীন শিক্ষা সচিব এস এম শরিফকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশন পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর লক্ষ্য ও স্বার্থের প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি গণবিরোধী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব সরকার এই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এই তথাকথিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি'তে যে সকল বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে : শিক্ষাকে ব্যয়বহুল পণ্যের মতো শুধু উচ্চবিত্তের সন্তানদের স্বার্থে উচ্চ শিক্ষাকে সীমিত করা এবং সাধারণের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ একেবারেই সংকুচিত করে ফেলা। শিক্ষা ব্যয় পুঁজিবিনিয়োগ হিসেবে দেখে শিক্ষার্থীদের তা বহন করা, যে অভিভাবক বেশী বিনিয়োগ করবেন তিনি বেশী লাভবান হবেন; অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবাস্তব কল্পনা বলে উল্লেখ; ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজী পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা; সাম্প্রদায়িকতাকে কৌশলে জিইয়ে রাখার চেষ্টা, ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদী করা ইত্যাদি।

এই সকল বিষয় ছাত্র সমাজ এবং সচেতন মহলকে দারুণভাবে বিক্ষব্ধ করে তুলে। এরই পরিণতিতে শিক্ষার দাবীতে ছাত্র সমাজের আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে এবং ১৭ সেপ্টেম্বরের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন আইয়ুব সরকারকে বাধ্য করে ওই শিক্ষানীতি স্থগিত করতে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর সকল রাজনৈতিক দল ও কর্মকাণ্ড, ছাত্র সংগঠনসহ সব ধরনের সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংগঠনের তৎপরতা বেআইনী করে সকল ধরনের মৌলিক মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের সুযোগ কেড়ে নেয়া হয়। চলে চরম দমননীতি। এরই মধ্যে ষাট সালের দিকে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা গোপন সমঝোতা ও যোগাযোগ রেখে নিজ নিজ সংগঠন গোছানোর এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এভাবে ছাত্র সংগঠন দু'টি ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকে এবং সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তোলে।

করা হয়। দুই দিন ঢাকাসহ দেশের সকল শহরের রাজপথে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল চলতে থাকে। লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস প্রভৃতি তা দমন করতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল থেকে ছাত্রদের একটি বিক্ষুব্ধ মিছিল আব্দুল গনি রোড হয়ে অগ্রসর হলে পুলিশ পেছনে থেকে অতর্কিতে মিছিলের ওপর গুলীবর্ষণ করে। ঐদিন পুলিশের গুলীতে বাবুল, মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহ শহীদ হন। বহু ছাত্র-জনতা পুলিশ ও ইপিআর-এর নির্যাতন ও গুলীতে সারাদেশে আহত হন।

১৭ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ছাত্র আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে। ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সাধারণ জনগণ ছাত্রসমাজের প্রতি আরও দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন। সারাদেশে ৩ দিনব্যাপী শোকের কর্মসূচী ঘোষণা করে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে এক ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনগণের সমর্থিত ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়ে আয়ুবের সামরিক সরকার তথাকথিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি' স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এবং একটি গণমুখী সার্বজনীন আধুনিক শিক্ষানীতির দাবীতে ঐতিহাসিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়া তুলে দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্র আন্দোলন ও শহীদদের আত্মদান তথা শিক্ষার ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক ১৭ সেপ্টেম্বরকে সেদিন 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয। এর পর থেকে বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বহু উত্থান-পতনের মধ্যেও প্রতিবছর এই দিনটি ছাত্রসমাজ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে আসছে। আজও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' অম্লান হয়ে আছে। সেই লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম আজও সম্পূর্ণ সফল হয়নি।

পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী তাদের কায়েমী স্বার্থ এবং শাসন-শোষণ স্থায়ী করার লক্ষ্যে শিক্ষাকে ব্যবহার

৪ মাসের মধ্যে এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে একটি কমিশন করে দ্রুত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই পুরনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করার জন্য নতুন প্রজন্মের ওপর তাদের চিন্তা-চেতনা চাপিয়ে দেয়া। দেশের সমগ্র ছাত্রসমাজ এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে তা প্রত্যাখ্যান করে। কেবল পাকিস্তানী ভাবধারা ও শাসক শ্রেণীর অনুসারী জামায়াতে ইসলামী ও তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ (বর্তমান ইসলামী ছাত্র শিবির) ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের শিক্ষানীতির পক্ষে প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ করে।

আমাদের গৌরবময় সকল সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি আধুনিক গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলেও ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর প্রায় অর্ধডজন শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে আজও স্বাধীন দেশে একটি যুগোপাযোগী শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

এবারের শিক্ষা দিবস এক নতুন সম্ভাবনাময় পরিস্থিতিতে উদযাপিত হচ্ছে। বিগত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে জনগণের অভূতপূর্ব রায়ের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট সরকার গঠনের ফলে ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবসের মূল লক্ষ্য এবং জাতির আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে আজ বাস্তবায়িত করেই 'শিক্ষা দিবস' এবং শিক্ষার জন্য আন্দোলনের সকল শহীদের স্বপ্ন সফল করে তোলা সম্ভব।

রয়েছি। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানী সামরি শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের আন্দোলন, সামরি সরকারের শিক্ষানীতি বাতিল এবং একটি গণমু আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়ি প্রগতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স সংগ্রাম এবং শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার স আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের সাথে আজও যুক্ত আছি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা গত প্রায় বছর ধরে আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্প উন্নয়ন সম্পাদক এবং বর্তমান সরকারের শিক্ষাম হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে আমাকে শুধু সম্মানি করেননি, সেই সঙ্গে আমার যোগ্যতার চেয়ে অনে বড় দায়িত্ব অর্পণ করে এক কঠিন চ্যালেঞ্জিং কা নিয়োজিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাসিনার নেতৃত্বে ও পরিচালনায় এ দায়িত্ব পা করার জন্য আমি জীবনবাজি রেখে নিজেকে কাজে নিয়োজিত করেছি। আমি আশা করি সক সহযোগিতায় আমরা কাজ করে যাবো, সকলে মি আমাদের সফল হতেই হবে। অন্য কোন বি আমাদের সামনে নেই। পিছু হটার কোনো অব নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য ঘো করেছেন তা আমাদের বাস্তবায়ন করতেই হ সেজন্য আমাদের সব চেয়ে বড় হাতিয়ার শিক্ষা। আমাদের নতুন প্রজন্মকে যুগোপযো মানসম্মত আধুনিক শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞ প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা এবং এই দক্ষ ন প্রজন্মকেই তা বাস্তবে প্রয়োগ করে আমাদের ল অর্জন করতে হবে।

২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে বিদ্যালয় ভ করা, ঝরে পড়া বন্ধ করা, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চি করা এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূ করা। এক একটি বড় বড় চ্যালেঞ্জ। সেই সং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন প্রসারের মাধ্যমে আমাদের ব্যাপক তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা, মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং উচ্চ শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করাসহ সামগ্রিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেকগুলো বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য বাস্তবে রূপায়িত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বড় ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা কার্যকর করতে শুরু করেছি। আশা করি এগুলো দেশবাসীর অজানা নয়। তবে এগুলোর সুফল পেতে সময় লাগবে। শিক্ষকরা আমাদের আসল শক্তি। তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনে আমরা সচেতন রয়েছি। আবার তাদের কাছেও জাতির দাবী আমাদের নতুন প্রজন্ম ও জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক হিসেবে তারাই প্রস্তুত করে দিবেন, একদিকে মানসম্মত আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে হবে; সেই সংগে আমাদের নতুন প্রজন্ম নৈতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে প্রকৃত শিক্ষিত, জ্ঞানী, সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য, আদর্শ ও চেতনা ৩০ লাখ শহীদের স্বপ্ন তথা শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' অর্থাৎ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি, পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটিয়ে আধুনিক উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য সামনে রেখে বাষট্টির ঐতিহাসিক শিক্ষানীতির আন্দোলনের ৪৭ বছর পর নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আমাদের অতীতের শিক্ষার সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এ বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। খসড়া শিক্ষানীতি নিয়ে এ মুহূর্তে আমি এখানে কোন মন্তব্য না করাই সমীচীন মনে করছি। আমরা খসড়া শিক্ষানীতি সকলের মতামত গ্রহণের জন্য ওয়েব সাইটে দিয়েছি। আমরা সকলের মতামত নিয়েই তা চূড়ান্ত করতে চাই। (www.moedu.gov.bd)।

শিক্ষা কোন দলীয়, গোষ্ঠীগত, আঞ্চলিক বা